International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Impact Factor: 6.8
Volume-XII, Special Issue, April 2026, Page No. 168-178
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.vol.12.issue.specialW.280

প্রবহমানতা ও পরিবর্তন: প্রেক্ষিত অসমীয়া প্রবাদ

ড. নবনীতা বর্মন

গবেষক, লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 09.04.2026; Accepted: 09.04.2026; Available online: 10.04.2026
©2026 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The course of life changes according to the laws of time. The experience that is acquired in the context of various daily events in life has been traditionally passed on from one generation to another, which is called proverbs. The origin of proverbs is rooted in the context of experience, so changes can be observed in proverbs too because of the change in time, environment, and circumstances. If a proverb is created in accordance with the knowledge gained from a particular experience, sometimes differences in status or material can be observed in the same experience over time. That is why the same type of experience-based proverbs can be observed to be transmitted. In terms of transmission, it can be said that the proverb itself is an ever-moving linguistic element that is still evolving in society. Sometimes its form is the same as before, and sometimes it changes slightly. It is because of the characteristics of transmission from generation to generation that proverbs created long ago are still alive and have acceptance in society. Since its creation, sometimes it changes in form while at other times it remains unchanged and is used by people. In the field of change, linguistic and morphological changes can be observed. However, in most cases, the semantic form or coherence of the proverb is maintained. In the present article, the aspect of the flow and change of proverbs prevalent in the Assamese language has been discussed.

Keywords: Flow, Change, Linguistic Elements, Assamese Proverbs

গতিশীলতাই জীবন। জীবনের একটি চিরন্তন সত্য হল প্রবহমানতা ও পরিবর্তন। সদা পরিবর্তনশীল জীবনের ধারা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে প্রবহমান। সুদীর্ঘকালব্যাপী মানব জীবনের বিভিন্ন ধারা বা জীবন-যাপন প্রণালী একইভাবে বহমান এমন নয়। পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, পরিস্থিতি, অবস্থা, মানসিকতা এসমস্ত কিছুই সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়ে থাকে। যেকারণে সময়ান্তরে জীবনের গতি প্রকৃতি পরিবর্তনশীল। কালচক্রের বিবর্তনে জীবন-যাপনের রীতি-নীতির পরিবর্তনেও মানবজীবন সদা প্রবহমান। জীবন প্রবাহধারায় কোন এক সময়পর্বের স্মৃতি পরবর্তী সময়পর্বে; কোন এক মানব প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে প্রবাহিত হয়ে থাকে। একবাক্যে বলা যায় 'প্রবহমানতা' ও 'পরিবর্তন' মানবজীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রবহমানতা ও পরিবর্তনশীলতার সূত্রেই গতিময়তা পায় আমাদের জীবন। সদা সচল এই জীবনে মানুষের উপলব্ধ বাস্তব অভিজ্ঞতার ঝুলি অত্যন্ত সমৃদ্ধ। জীবনের পটভূমিতে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতার ব্যবহারিক প্রয়োগ ঘটাতে এবং তা আগামী প্রজন্মের মধ্যে পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে মানুষ সৃষ্টি করেছে সহজ ভঙ্গিমায়, ছন্দময়, সরল, সংক্ষিপ্ত কিন্তু চটুল, তীক্ষ্ণ ব্যঞ্জনাময় শব্দবন্ধের। এই শব্দবন্ধ সমগ্র সমাজের সকলের কাছে গ্রহণীয় হলে তা মান্যতা পায় প্রবাদবাক্য হিসেবে। প্রবাদবাক্যের বক্তব্যে রয়েছে মানুষের বাস্তব জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা লব্ধ জ্ঞান

যা সমাজ শিক্ষার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বক্তার বক্তব্যকে সংক্ষিপ্ত ও যথোপযুক্ত করে তোলা এবং ভাষায় তীক্ষ্ণতা বৃদ্ধির প্রয়োজনে যেমন প্রাচীন কালেও প্রবাদের ব্যবহার করা হত তেমনি বর্তমানেও বক্তব্য প্রকাশে এর বহুল প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় হল অসমীয়া ভাষায় প্রচলিত প্রবাদবাক্যের প্রবহমানতা ও পরিবর্তনের ক্ষেত্রটিতে দিক্‌পাত করা। প্রবহমানতার ক্ষেত্রে উল্লেখনীয় যে, প্রবাদবাক্য একটি সদা সচল ভাষিক উপাদান যার উৎপত্তি মৌখিকভাবে। এই উপাদানটি জীবন্ত; বিভিন্ন সাহিত্যিকদের রচনার মধ্যে যার দৃষ্টান্ত আমরা পেয়ে থাকি। বহুকাল আগে সৃষ্ট প্রবাদ আজও মানুষের মধ্যে জীবন্ত রয়েছে প্রবহমান বৈশিষ্টির কারণেই। কিছু ক্ষেত্রে এর রূপের পরিবর্তন ঘটেছে আবার কোথাও মূল রূপেই সৃষ্টির সময় থেকে আজও একইভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। কোন ক্ষেত্রে প্রবাদের ভাষাগত পরিবর্তন ঘটে আবার কখনও রূপগত পরিবর্তন ঘটে থাকে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রবাদের অর্থগত রূপ একই থাকে বা মূল অর্থের সঙ্গে সাযুজ্যতা বজায় থাকে। প্রবাদের এই প্রবহমানতা মানবজীবনের গতিশীলতার সাক্ষ্য বহন করে।

প্রবাদের ভাণ্ডারে আমরা এমন কিছু প্রবাদের দৃষ্টান্ত পেয়ে থাকি যেগুলির মাধ্যমে পুরাতন কোন প্রথা, রীতি-নীতি যা বর্তমানে হারিয়ে গিয়েছে, এমনকি প্রাচীন কোন ঘটনার বিবরণ মেলে যার অস্তিত্ব বর্তমানে নেই। প্রবহমানতা এর অন্যতম কারণ। প্রবাদের প্রবহমানতা গুণের জন্যই অতীত সময়ের বিভিন্ন প্রতিচ্ছবি আজও আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে প্রতিভাত হয়। এর মাধ্যমে আমদের সামনে পুরাতন কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির প্রসঙ্গ উঠে আসে। উদাহরণ হিসেবে প্রচলিত একটি বাংলা প্রবাদ হল— লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন। প্রবাদটিতে গৌরি সেন নামক অতীতের কোন এক অত্যন্ত দানশীল ব্যক্তির প্রসঙ্গটি জানা যায়। তাঁর এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যটি প্রবাদ হিসেবে আজও জীবন্ত ও সমাজে প্রবাহিত।

উৎপত্তিগতভাবে প্রবাদের বৈশিষ্ট্যটি হল— প্রবাদ মৌখিকভাবে সৃষ্ট এবং মৌখিকভাবে এক প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে প্রবাহিত হয়ে থাকে। বর্তমান সময়ে লিখিত আকারেও প্রবাদবাক্য দেখতে পাওয়া যায়, যার ফলে এর মধ্যে পরিবর্তন বা পাঠান্তরের বিষয়টি সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রবাদের পরিবর্তনের ধারায় কেবলমাত্র মৌখিকভাবেই নয় লিখিত ভাবেও বিভিন্ন সাহিত্য ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। এছাড়াও প্রবাদের ব্যবহারিক ক্ষেত্রের বিস্তার আমরা দেখতে পাই সংবাদ পরিবেশনেও। দূরদর্শনের নানা ক্ষেত্রে যেমন-সংবাদ পরিবেশনে, সংবাদ শিরোনামে, ধারাবাহিকের চরিত্রের সংলাপে, খবরের কাগজে, সিনেমা প্রভৃতিতে প্রবাদের প্রচলন ব্যাপকভাবে দেখতে পাওয়া যায়। এমনকি বাসের মধ্যে, ট্রামে, দেওয়াল লিখনে, বিজ্ঞাপনে প্রবাদের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। প্রবাদের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এর প্রয়োগগত পরিবর্তন এবং রূপগত পরিবর্তনের প্রসঙ্গটি আলোচনা করা যায়।

প্রবাদের প্রয়োগগত বা ব্যবহারিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পূর্বে কেবলমাত্র বক্তব্য প্রকাশে কথোপকথন কালে, সাহিত্য আঙ্গিকে প্রবাদ ব্যবহৃত হত। বর্তমানে সময়ে বিভিন্ন বিনোদনমূলক মাধ্যমেও প্রবাদের প্রয়োগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে দেখা যাচ্ছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, যেমন- চলচিত্রের সংলাপ, ধারাবাহিকের পাঠ প্রভৃতি। প্রবাদের রূপগত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আলোচনা করা যায় যে, এমন কিছু দৃষ্টান্ত দেখা যায় যেখানে প্রবাদের একটি বা দুটি শব্দের পরিবর্তন করে প্রবাদবাক্যের বক্তব্য বিষয়টিকে একই রেখে সংবাদকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলা হয়েছে। যেমন: রাখে হরি মারে কে। — এই বাংলা প্রবাদটির ভাব একই রেখে প্রসঙ্গ অনুসারে 'রাখে ক্যামেরাম্যন মারে কে' [১] বলা হয়েছে। বিভিন্ন সংবাদপত্রের মধ্যে সংবাদের শিরোনামেও প্রবাদের ব্যবহার করা হচ্ছে কিছুটা পরিবর্তিত রূপে, যা সংবাদকে আকর্ষণীয়, চটুল ও যুক্তি গ্রাহ্য করে তুলতে সহায়ক হয়েছে। পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে প্রবাদের প্রয়োগগত ক্ষেত্রে মানুষ কেবলমাত্র কথোপকথোনকালীন প্রয়োগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বর্তমানে মানুষ তার পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে

প্রবাদের ব্যবহার করছে। যার ফলে ব্যবহারিক দিক থেকে প্রবাদের সম্প্রসারণ ঘটেছে, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

প্রবাদ এমন একটি লোক আঙ্গিক যা, মানুষকে চিরকাল আকৃষ্ট করে থাকে। প্রতিটি মানুষের মধ্যেই সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা বিরাজিত তবে কতিপয় মানুষের মধ্যেই সৃজনশীলতা রয়েছে। এই সৃজনশীল মানুষের দ্বারাই সৃষ্টি হয় তীক্ষ্ণ বৌদ্ধিক ক্ষমতা সম্পন্ন রঙ্গ কৌতুকময়য় প্রবাদবাক্যের। বুদ্ধিদীপ্ততা-হাস্যকৌতুকময়তা, সরসতা, বক্তব্য প্রকাশে সংক্ষিপ্ততা বরাবর মানুষকে আকর্ষণ করে থাকে, যেকারণে সচেতন মানুষ তাঁর বক্তব্যের তীক্ষ্ণতা বজায় রাখতে প্রবাদবাক্যের ব্যবহার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে করে থাকেন। কালিক নিয়মে প্রবাদের রূপের পরিবর্তন হলেও এর অস্তিত্ব চিরকাল বজায় থাকবে এবং এর ব্যবহারিক প্রয়োগ ঘটবে বলা যায়।

প্রবাদের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বেশ কিছু পাঠান্তর লক্ষ করা যায়। পাঠান্তরগুলি প্রবাদের প্রবহমানতার দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে। তৎসত্ত্বেও কেবলমাত্র পাঠান্তর রয়েছে এমন প্রবাদের মাধ্যমেই প্রবাদের প্রবহমানতা প্রকাশ করা সম্ভব এমনটা নয়। বিষয়টিকে এভাবে বলা যেতে পারে যে, প্রবাদের প্রবহমানতায় পাঠান্তরযুক্ত প্রবাদবাক্যগুলি ছাড়াও আরও অন্যান্য প্রবাদবাক্যের মধ্যে প্রবহমানতার দিকটি প্রকাশ পায়। কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে যে, কোন এক অতীতকালে প্রবাদগুলির উদ্ভব এবং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে পরম্পরাগতভাবে প্রবহমান প্রবাদগুলি ব্যবহৃত হয়ে আসছে সময়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে। অসংখ্য প্রবাদের মধ্যে কিছু প্রবাদ হারিয়ে গেছে, কিছু প্রবাদের ব্যবহার কমে এসেছে, কিছু প্রবাদবাক্য গ্রন্থের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে, আবার কিছু প্রবাদের রূপের অদল বদল হয়ে আজও তা সমানভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। মানব অস্তিত্ব যতদিন থাকবে প্রবাদের অস্তিত্বও ততদিন বজায় থাকবে বলা যায়। প্রবাদের পাঠান্তরের বিভিন্ন কারণ রয়েছে যেমন— কিছু ক্ষেত্রে প্রবাদ ব্যবহারকারী ব্যক্তির নিজস্ব ভাবনাচিন্তার ছাপ প্রবাদবাক্যের মধ্যে প্রতিফলিত হয়, আবার কিছু ক্ষেত্রে প্রবাদ ব্যবহারের সময় ব্যবহারকারী ব্যক্তির আলস্যতা বা সংক্ষেপকরণের মানসিকতার ফলে প্রবাদের বক্তব্য বিষয় কিছুটা পরিবর্তিত হয়। নিম্নে প্রবাদের প্রবহমানতার ক্ষেত্রটি অসমীয়া প্রবাদের বিভিন্ন পাঠান্তরের প্রেক্ষিতে আলোচিত হল।
যথা:

১. প্রবহমানতার ক্ষেত্রে অসমীয়া প্রবাদের বিভিন্ন পাঠান্তর:

পরিবর্তনশীলতা ও প্রবহমানতা সমাজ-জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। প্রবাদবাক্যও এই ধারার অনুগামী। প্রবাদের এই গতিময়তার জীবন্ত প্রকাশ এর বিভিন্ন পাঠান্তরের মধ্যে পাওয়া যায়। অসমীয়া ভাষায় প্রচলিত প্রবাদবাক্যের অতুল ভাণ্ডারে এমন অসংখ্য প্রবাদবাক্য রয়েছে যেগুলির একাধিক পাঠ আমাদের সামনে দৃষ্টিগোচর হয়। নিম্নে সেগুলি বর্ণিত হল। যথা:

প্রবাদ: **"**কৌৰৱৰ ভাত খায়**,**
পান্ডৱৰ গুণ গায়।**"** [২]
পাঠান্তর: "কৌৰৱৰ চাউল খায়, পান্ডৱৰ গীত গায়।" [৩]
পাঠান্তর: "ৰামৰ খায়**,** লৱণৰ গীত গায়।" [৪]
পাঠান্তর: "ৰামৰ খায়, ৰাৱণৰ গীত গায়।" [৫]

উল্লিখিত প্রবাদবাক্যগুলির প্রথমটিতে কৌরবের ভাত খায়, পাণ্ডবর গুণ গীত গায়, অন্যদিকে কৌরবের পরিবর্তে রামের খায় লক্ষ্মণের গীত বা রাবণের গীত গায় বলা হয়েছে। প্রবাদগুলির মধ্যে বাক্যের কাঠামোগত দিক থেকে কোন পরিবর্তন ঘটেনি তবে মুখ্য যে শব্দের মধ্যে পরিবর্তন ঘটেছে তা হল- প্রথম দুটিতে 'ভাত' হয়েছে 'চাল' 'গুণ' হয়েছে 'গীত'। পরবর্তী দুটিতে লক্ষ্মণ এবং রাবণ এই দুটি শব্দের মধ্যে পরিবর্তন ঘটেছে। এখানে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে প্রবাদবাক্যের মূল ভাবগত দিক পরিবর্তন না করে মূখ্য শব্দের পরিবর্তন করা হয়েছে।

প্রবাদ: "আবতহী তিৰোতাক কেইকাল বাঁবা,
অৰুচি ভাতৰ কৈইগাল খাঁবা।" [৬]
পাঠান্তর: "অবহতী বোৱারীক কেইকাল বাঁবা।
অৰুচি ভাতৰ কৈইগাল খাঁবা।" [৭]

প্রবাদবাক্য দুটির সারমর্ম একই, যেখানে বলা হয়েছে যে খাবারের রুচি না থাকলে যেমন পাতের ভাত সম্পূর্ণ শেষ করা যায় না ঠিক তেমনিভাবে অবাধ্য, কথা না শোনা স্ত্রীর সঙ্গে বসবাস করা দুষ্কর। উক্ত প্রবাদদুটির মধ্যে মূল বক্তব্য বিষয় এক। এখানে বাক্যের মধ্যে শব্দের পরিবর্তন ঘটেছে কেবলমাত্র।

প্রবাদ: "নিলাজৰ লাজ নাই, কেঁকোৰাৰ মূৰ নাই।" [৮]
পাঠান্তর: "নিলাজৰ নাই লাজ নাই অপমান, সজ্জনৰ এক কথা মৰন সমান।" [৯]
পাঠান্তর: "নিলাজৰ বাৰীয়ে বাট,
নাকৰ এপাহি কাটিলে
বাঁন্ধে কানৰ এপাহি কাট।" [১০]

লজ্জাহীন ব্যক্তির কোন লজ্জা নেই কিন্তু একজন সজ্জন ব্যক্তির কথার মূল্য রয়েছে। যেমনভাবে মৃত্যু চিরসত্য তেমনি সজ্জন ব্যক্তির কথাও ধ্রুব সত্য বলা যায়। প্রথম প্রবাদবাক্যে নির্লজ্জ ব্যক্তির সঙ্গে কাঁকড়ার প্রসঙ্গটি উপস্থাপিত। পরবর্তী প্রবাদে নির্লজ্জের সঙ্গে সজ্জনের প্রসঙ্গ উপস্থাপন করা হয়েছে। ভাবগত দিক থেকে দুটি প্রবাদের বক্তব্য এক হলেও প্রকাশ ভঙ্গিমা পৃথক এবং দ্বিতীয় প্রবাদে দেখা যায় কেকেরার স্থানে সজ্জন ব্যক্তির প্রসঙ্গ আনা হয়েছে। প্রবাদদুটির প্রয়োগগত ক্ষেত্র পৃথক। যেখানে প্রথম প্রবাদটি নির্লজ্জতার প্রসঙ্গে কেকেরার প্রসঙ্গ আনা হয়েছে, অন্যদিকে নির্লজ্জব্যক্তির প্রসঙ্গে সজ্জন ব্যক্তির কথার গুরুত্বকে মান্যতা দেওয়া হয়েছে। অপর প্রবাদেও নির্লজ্জ ব্যক্তির প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হয়েছে।

প্রবাদ: "আপনি শকত, কিয় লাগিছে পৰৰ ভকত।" [১১]
পাঠান্তর: "অকলৈ শকত, কিয় লাগিছে পৰৰ ভকত।" [১২]

নিজস্ব সামর্থ থাকলে পরের কাছে যাওয়া অপ্রয়োজন। আলোচ্য প্রবাদবাক্যদুটির মধ্যে কেবলমাত্র একটি শব্দের পার্থক্য রয়েছে, তা হল—আপনির স্থানে অকলৈ এর ব্যবহার।

প্রবাদ: "গছত কঠাল ওঠত তেল,
তাঁক চাওঁতে বতৰ গেল।" [১৩]
পাঠান্তর: "গচত কঠাল ওঠত তেল,
নো খাওতেই চেল্‌বেল।" [১৪]

আলোচ্য প্রবাদবাক্যদুটির বক্তব্য বিষয় এক, গাছে কাঁঠাল ঠোঁটে তেল দিয়ে চেয়ে থাকতে থাকতে সময় অতিবাহিত হয়। প্রবাদদুটির মধ্যে দ্বিতীয় লাইনে পার্থক্যটি নজরে আসে। এখানে প্রথক প্রবাদের দ্বিতীয় বাক্যে বলা হয়েছে যে তাকে চেয়ে থাকতেই শরীর শেষ হয়। অন্যদিকে দ্বিতীয় প্রবাদের দ্বিতীয় লাইনে না খেতেই কত কিছু হয়ে যাওয়াকে বুঝিয়েছে।

প্রবাদ: "পৰৰ ওপৰত খোৱা
ভাটিয়া পাণীত যোৱা।" [১৫]
পাঠান্তর: "পৰৰ মূৰত খোৱা
ভাটিয়া পাণীত যোৱা।" [১৬]

প্রবাদদুটির প্রথম লাইনে পরিবর্তন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এখানে পরের ওপরে খাওয়া এবং পরের ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকলে জীবনে পিছিয়ে পড়ার কথা বলা হয়েছে। উভয় প্রবাদে কেবলমাত্র একটি শব্দের পার্থক্য, ওপৰত এবং মূৰত।

প্রবাদ: "বাঁটি খালে আঁটি যায়।
লুকাই খালে ঢুকাই যায়।" [১৭]
পাঠান্তর: "লুকাই খালে শুকাই যায়।" [১৮]

প্রথম প্রবাদে বলা হয়েছে ভাগ করে কোন কিছু খেলে সকলেরই তা হয়ে যায়, কিন্তু অন্যদিকে যদি বঞ্চিত করে লুকিয়ে খাওয়া হয় সেক্ষেত্রে তা হারিয়ে যায়। এক্ষেত্রে প্রথম প্রবাদটিতে সম্পূর্ণ বাক্যটিই উপস্থিত কিন্তু পরবর্তী প্রবাদে প্রথম বক্তব্যটি অনুপস্থিত। এখানে বক্তার অলসতা বা সংক্ষিপ্তকরণের প্রবণতা প্রকাশ পেয়েছে।

প্রবাদ: "আগৰ গৰু যেনি যায়,
পাছৰ গৰু তেনই যায়।" [১৯]
পাঠান্তর: "আগৰ হাল যেনি যায়,
পাছৰ হালো তেনি যায়।" [২০]

অর্থাৎ আগের গরু যেদিকে যায়, পেছনের গরুও সেই দিকেই যায়। এখানে কৃষিকেন্দ্রিক উপমা প্রয়োগ করে যে মূল বক্তব্যটি প্রকাশ করা হয়েছে তা হল— পূর্ববর্তী মানুষ যে পথে চালিত হয় সেই পথেই পরবর্তী প্রজন্ম ধাবিত হয়। গরুর স্থানে হাল শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে। এই দুটি শব্দ ব্যতিত দুটি প্রবাদে কোন পার্থক্য নেই।

প্রবাদ: "আহিলোঁ ভকত মাৰিল খুঁটি,
চাউল চৰু নিদিয়া যদি যাও উঠি।" [২১]
পাঠান্তর: "আহিলোঁ ভকত মাৰিলো খুঁটি,
চাউল চৰু নিদিয়ে নেযাঁও উঠি।" [২২]

প্রবাদে বলা হয়েছে, ভক্ত এসে উঠোনে খুঁটি গেড়ে চাল ও উনুন চেয়েছে, যদি না দেওয়া হয় তাহলে চলে যাবে, অথবা চাল ও উনুন না দিলে চলে যাবে না। উভয় প্রবাদের বাক্য গঠন ও শব্দ এক কিন্তু দুই প্রবাদের অর্থ পৃথক হয়েছে যাও ও নেযাও শব্দের দ্বারা।

প্রবাদ: "এক বিপদে পায় যাক,

শতেক বিপদে পায় তাক।" [২৩]

পাঠান্তর: "এক ৰোগে পায় যাক,
ষাঠি ৰোগে পায় তাক।" [২৪]

উক্ত প্রবাদবাক্য দুটি একই অর্থ প্রকাশকারী এবং উভয়ের গঠন ভঙ্গিমা এক। প্রবাদদুটির মধ্যে কোন একটি প্রবাদ অন্য একটি প্রবাদের পাঠান্তর বলা যেতে পারে। বক্তা এখানে নিজস্ব পরিস্থিতি অনুসারে প্রবাদের মধ্যে প্রধানত একটি বিষয়ের পরিবর্তন করেছেন। এক্ষেত্রে প্রবাদের গঠনগত-রূপগত-অর্থগত কোন প্রকার পরিবর্তন হয়নি, তাই প্রবাদের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রবহমানতার দিকটি এখানে প্রকাশিত হয়েছে সাবলিল ভাবে।

প্রবাদ: "এলাহত নেকাটে চুলি,
লোকে মাতে সন্ন্যাসী বুলি।" [২৫]

পাঠান্তর: "এলাহত নিছিঙে বাল সন্ন্যাসী বোলায়,
পণ্ডিতক মূর্খ বুলি চিনকে নেপায়।" [২৬]

প্রবাদদুটির মূল বিষয় হল, অবহেলার কারণে চুল না কাটায় লোকেরা সন্ন্যাসী বলে ভ্রম করে। অর্থাৎ ভণ্ড লোককে সন্ন্যাসী আখ্যা দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় প্রবাদের মধ্যে একটি বাক্য সংযোজন করা হয়েছে। বাক্যটি হল পণ্ডিতকে মুর্খ ভেবে চিনতেই না পারা।

প্রবাদ: "কটা ঘাত খাৰনীৰ ছিটা দিয়া।" [২৭]

পাঠান্তর: "কটা ঘাত চেঙা তেল দিয়া।" [২৮]

পাঠান্তর: "কটা ঘাত লোণ দিয়া।" [২৯]

প্রবাদগুলিতে কোথাও কাটা ঘায়ে খারের ছিটা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, আবার কোথাও কাটা ঘায়ে গরম তেল দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, শেষ প্রবাদে লবণের ছিটা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। 'খার' অসমীয়া সংস্কৃতির একটি বিশেষ প্রাকৃতিক উৎসে প্রস্তুত খাদ্যবস্তু যা দৈনন্দিন বিভিন্ন কাজে প্রয়োজনীয়। ইহা প্রবাদেও স্থান পেয়েছে। কাটা ঘায়ের মধ্যে নুন ও চেঙা তেলের পাশাপাশি খার না দেওয়ার কথাও বলা হয়েছে। উক্ত তিনটি প্রবাদের মূল বক্তব্য বিষয়ে ভিন্নতা নেই। পার্থক্য শুধুমাত্র উপাদানগত।

প্রবাদ: "কটাৰী চিকুন শিলে, তিৰতা চিকুন কিলে।" [৩০]

পাঠান্তর: "কটাৰী ধৰাবা শিলে, তিৰতা বাঁবা কিলে।" [৩১]

পাঠান্তর: "কটাৰী ধাৰ কৰে শিলে, তিৰতা ভাল কৰে কিলে।" [৩২]

পাঠান্তর: "দা-ৰ চিকুন শিলে, তিৰীৰ চিকুন কিলে।" [৩৩]

উপরি উল্লিখিত প্রতিটি প্রবাদবাক্যের মূল বক্তব্য বিষয় হল—'কাটারি' বা 'দা' ধার করা হয় শিল বা পাথরে ঘষে ঘষে, অন্যদিকে স্ত্রীকে ভাল করা যায় কিল মেরে অর্থাৎ প্রহার করে। প্রত্যেকটি প্রবাদের বক্তব্য বিষয়, গঠন ভঙ্গিমা সম্পূর্ণ একই রকম। এক্ষেত্রে সহজেই অনুমেয় যে স্থান এবং প্রবাদ ব্যবহারকারী ব্যক্তি ভেদে প্রবাদগুলির মধ্যে শব্দগত পার্থক্য দেখা গিয়েছে।

প্রবাদ: "কণা কলা লেঙগুৰ ভেঙগুৰ,
এই চাৰি হাৰামৰ নেগুৰ।" [৩৪]

পাঠান্তর: "কণা কুঁজা গৰলা পেং, এই চাৰি হাৰামৰ লেং।" [৩৫]

এখানে বলা হয়েছে যে, দৃষ্টিশক্তিহীন, শ্রবণশক্তিহীন, লোলুপ ও খোঁড়া এই চার প্রকার ব্যক্তি অত্যন্ত বিশ্বাস ঘাতক হয়ে থাকেন। প্রায় প্রতিটি সমাজে প্রচলিত প্রবাদবাক্যে এই তিন প্রকৃতির মানুষের প্রতি বিরূপ

মনোভাব পোষণ করা হয়েছে, যা প্রবাদের মধ্যে প্রকট। আলোচিত দুটি প্রবাদের বক্তব্য বিষয়ে কোন প্রভেদ নেই, নেই কোন প্রকার অর্থগত পার্থক্য।

প্রবাদ: "কুকুৰক নিদিবাঁ ঠাই, ল' ৰা ছোৱালিক নিদিবা লাই।" [৩৬]
পাঠান্তর: "কুকুৰ চাকৰ তিৰিক নিদিবাঁ লাই,
লাই পালে তিনিও কান্ধত উঠিবলৈ যায়।" [৩৭]

কুকুরকে লাই না দেওয়া এবং সন্তানদের লাই না দেওয়ার কথা বলা হয়েছে প্রথম প্রবাদে । পরবর্তী প্রবাদটিতে কুকুর, চাকর, স্ত্রীকে লাই না দেওয়ার কথা বলা হয়েছে এবং প্রবাদটির দ্বিতীয় অংশে বলা হয়েছে এদের লাই দিলে কাঁধে উঠতে চায়।

প্রবাদ: "ডেকাকালত ল'ৰা হ'লে তাঁৰ নাম বলো,
বুঢ়াকালত ল' ৰা হ'লে তাঁৰ নাম ছেলো।" [৩৮]
পাঠান্তর: "ডেকাকালৰ ল'ৰাই কান্ধৰ লয় ভাৰ,
বুঢ়াকালত ল'ৰা হলে চুমা-চুমিয়েই সাৰ।" [৩৯]

আলোচ্য প্রবাদে বলা হয়েছে, সঠিক বয়সে অর্থাৎ যৌবনাকালে পুত্র সন্তানের জন্ম হলে সেই পুত্র সন্তান বার্ধক্যকালে পরিবারের দায়িত্ব নিতে সক্ষম হয়ে ওঠে। কিন্তু এর ব্যতিরেকে বার্ধক্যকালীন অবস্থায় পুত্র সন্তানের জন্মালে সেই সন্তানের লালন পালনেই ব্যক্তির জীবন সমাপ্ত হয়ে যায়। সেই সন্তান পিতার কোন প্রকার দায়িত্ব গ্রহণ করার মত অবস্থায় পৌঁছাতে পারে না। বক্তব্য বিষয় এক হলেও বক্তব্য উপস্থাপনে ভিন্নতা রয়েছে প্রবাদদুটির মধ্যে।

প্রবাদ: "তিনি নাৰী যাৰ একেটি স্বামী,
তাক পৰিহৰাঁ বুলিলো আমি।" [৪০]
পাঠান্তর: "তিনি ভার্যা যাৰ একেটি স্বামী,
তাক পৰিহৰাঁ বোলেহো আমি।" [৪১]

কোন ব্যক্তির একসঙ্গে তিন জন স্ত্রী থাকলে তাঁর থেকে দূরে থাকার কথা বলা হয়েছে প্রবাদদুটিতে। কারণ সেই ব্যক্তি তাঁর নিজের জীবনের বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত থাকায় অপরের জন্যেও সমস্যা সৃষ্টিকারী।

প্রবাদ: "দুই ম'হৰ জোটা পুটিত বিৰিনাৰ মৰণ।" [৪২]
পাঠান্তর: "দুই ম'হৰ যুঁজ লাগিল, ইকৰাৰ মৰণ মিলিল।" [৪৩]

বর্ণিত প্রবাদে বলা হয়েছে—দুই মহিষের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধলে বিরিনা ঘাসের মৃত্যু হয় অথবা দুই মহিষের লড়াইয়ে ইকরার বন ধ্বংস হয়। এক কথায় বলা যায় যে ক্ষমতাশীল ব্যক্তিদের পারস্পরিক বিবাদে অপেক্ষাকৃত দুর্বলদের সংকটের সম্মুখীন হতে হয়।

প্রবাদ: "দুর্কপলীয়া য'লে যায়, হুলে ফুটে বৰলে খায়।" [৪৪]
পাঠান্তর: "দুর্কপলীয়া হাবিলৈ যায়, দা ছিগে বৰলে খায়।" [৪৫]

দুর্ভাগা যেখানে যায় দুর্ভাগ্যও যে তাঁর পিছু নেয়। তাঁর দেহে হুল ফুটে নয়তো বরলে খায়, নয়তো দা ছিঁড়ে যায়, বরলে খায়। অর্থাৎ দুর্ভাগা ব্যক্তির সমস্ত কাজেই বিঘ্ন ঘটে থাকে।

প্রবাদ: "নিদিয়ক কুটুম থাওক ভালে, তাঁকে পাম নিদান কালে।" [৪৬]
পাঠান্তর: "নিদিয়ক কুটুম্ব থাকক ভালে, তেও পাম মই নিদান কালে।" [৪৭]

আত্মীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, যে আত্মীয় কোন উপঢৌকন দেয় না বিপদকালে তাকে অবশ্যই পাওয়া যায়। উপরিউক্ত প্রবাদবাক্যদুটির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এখানে কেবলমাত্র প্রবাদ ব্যবহারকারীর বাচন ভঙ্গির কারণে শব্দগত পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে।

প্রবাদ: "পুৰুষ মৰে ৰণে, তিৰী মৰে বিয়নে।" [৪৮]
পাঠান্তর: "পুৰুষৰ ৰণ, তিৰীৰ বিয়ন।" [৪৯]
পাঠান্তর: "মুনিহৰ ৰণ তিৰীৰ বিয়ন।" [৫০]

পুরুষের মৃত্যু হয় যুদ্ধে এবং নারীর মৃত্যু হয় সন্তান প্রসবের সময়। উপরিউক্ত তিনিটি প্রবাদের প্রথম দুটি প্রবাদে পুরুষের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে, পরবর্তী প্রবাদটিতে পুরুষের পরিবর্তে মুনির প্রসঙ্গ আনা হয়েছে। তিনিটি প্রবাদেরই বাক্যগঠনগত কাঠামো এবং অন্তর্নিহিত অর্থ এক।

প্রবাদ: "যাৰ যিমান শক্তি,
তাঁৰ তিমান ভক্তি।" [৫১]
পাঠান্তর: "শক্তি চাই ভক্তি।" [৫২]

প্রথম প্রবাদের অর্থ হল—যার যেমন শক্তি তার তেমন ভক্তি। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় প্রবাদটিতেও এই একই বক্তব্য প্রকাশিত। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কেবলমাত্র বাক্যের আয়তনে। অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই বলা যায় যে দ্বিতীয় প্রবাদটি প্রথম প্রবাদের সংক্ষেপিত রূপ।

প্রবাদ: "ফেদেলা-দঁতাই আর্জে,
কেরেলা দঁতাই খায়।" [৫৩]
পাঠান্তর: "বরা দঁতীয়াই আর্জে, উজলা দঁতীয়াই-খায়।" [৫৪]

উপরোক্ত দুটি প্রবাদের শব্দগত পার্থক্য ব্যতিত উভয়ের বক্তব্যের মধ্যে সাদৃশ্য দেখা যায়। নোংরা দাঁতের অধিকারী ব্যক্তি অর্থ উপার্জন করে এবং সুন্দর দাঁতের মানুষ ভোগ করে থাকে। অর্থাৎ যে উপার্জন করা তাঁর বাহ্যিক সৌন্দর্য থাকে না। অন্যদিকে যে ভোগী তার বাহ্যিক সৌন্দর্য বিদ্যমান।

প্রবাদ: "আঠত তিতা দাঁতত লোণ,
কাণত কচু নাভিত তেল,
তাৰ কিহৰ বেজৰ মেল।" [৫৫]
পাঠান্তর: "আঠে তিতা দাঁতে লোণ,
পেট ভরে তিনি কোণ,
ইবেলা সিবেলা শৌচত যায়,
তার ধোঁকই বেজে পায়।" [৫৬]

স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রবাদবাক্যদুটির বক্তব্য মূলগতভাবে অভিন্ন। প্রথম প্রবাদটিতে বলা হয়েছে, কোন ব্যক্তি আট দিন অন্তর তিতা খেলে, লবণ দিয়ে দাঁত মাজলে, কচুর ডাটা দিয়ে কান পরিস্কার করলে, নাভিতে তেল দিলে তাকে বৈদ্যের কাছে যেতে হয় না। অর্থাৎ সেই ব্যক্তি সুস্বাস্থের অধিকারী হয়ে থাকেন। পরবর্তী প্রবাদটিতে যে ব্যক্তি আট দিন অন্তর তিতা, লবণ দিয়ে দাঁত মাজা, তিন ভাগ পেট ভরে খাওয়া, দুই বেলা শৌচে যায় তার অর্থ বৈদ্য পায় না। উভয় প্রবাদের মূল বক্তব্য বিষয়ে সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়।

সমগ্র প্রবন্ধে আলোচিত প্রবাদ বাক্য ও পাঠান্তরের প্রসঙ্গে বলতেই হয় যে প্রবাদ ও পাঠান্তরের মধ্যে কোনটি প্রকৃত প্রবাদ ও কোণটি তার অনুকরণে পাঠান্তরিত তা সবসময় সঠিকভাবে অনুধাবন করা সম্পভব হয় না। প্রবাদের পরিবর্তন স্থান, কাল, পরিবেশ, পরিস্থিতির নিরিখে ঘটে থাকে। এই পরিবর্তন বাহ্যিক ও

আভ্যন্তরীণ উভয়ভাবেই ঘটে থাকে। প্রবন্ধের আলোচনায় প্রবাদের প্রবহমানতা ও পরিবর্তনের নিরিখে যে সকল প্রবাদ ও তার পাঠান্তরের উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলির মধ্যে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই শব্দগত কিছু পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। প্রবাদের অর্থগত বা আভ্যন্তরীণ কোন পরিবর্তন লক্ষিত হয়না। একথা বলা যায় যে প্রবাদগুলির যে পাঠান্তর পাওয়া যায় সেগুলির মূলে রয়েছে ব্যক্তি বিশেষের মনোভাব, সময় সংক্ষিপ্তকরণের আকাঙ্ক্ষা এবং ভিন্ন পরিবেশের-পরিস্থিতির প্রভাব। এইসকল পাঠান্তরগুলি প্রবাদের প্রবহমান বৈশিষ্ট্যের সাক্ষ্য বহন করে, সেই সঙ্গে প্রবাদের পরিবর্তনগত চিত্রটিও প্রকাশিত হয়।

সময়ান্তরে প্রবাদের আকার ও প্রবাদে ব্যবহৃত শব্দের পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। কোন কোন সময়ে দীর্ঘ প্রবাদবাক্যের আয়তন লাঘব হয়ে শুধুমাত্র লক্ষ বিষয় বস্তুটুকুই প্রচলিত থেকে যায়। যেখানে আলংকারিক দিক বর্জিত হয়। অন্যদিকে একথাও বলা যেতে পারে যে, সময় সংক্ষিপ্তকরণের উদ্দেশ্যে প্রবাদের আকার হ্রাস করা হয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে প্রবাদে ব্যবহৃত শব্দের পরিবর্তন ঘটেছে। শব্দগত এই ধরনের পরিবর্তনে কখনো একটি বা দুটি শব্দের পরিবর্তন ঘটেছে, আবার কখনো প্রবাদবাক্যের গঠনকাঠামো অভিন্ন রেখে অধিকাংশ শব্দই পরিবর্তন করা হয়েছে। এই প্রকৃতির পরিবর্তন সাধারণত স্থান-পরিবেশ-পরিস্থিতিভেদে হয়ে থাকে। প্রবাদবাক্য এমন এক মাধ্যম যা জীবনের সমস্ত পরিস্থিতিতে, সকল সময়েই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, শোক-প্রফুল্লতা, বিপদ, বিবাদ, কলহ, শিক্ষা, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, ঠাট্টা-তামাশা প্রভৃতি সমস্ত মুহূর্তে প্রবাদের ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এক কথায় দৈনন্দিন জীবন-যাপনের প্রতিটি মুহূর্ত প্রবাদ প্রয়োগের ক্ষেত্র। অর্থাৎ প্রবাদ ব্যবহারের ব্যাপ্তি বা পরিসর মানব জীবনের সর্বস্তরে, সর্ব পরিস্থিতিতে। ফলে বাস্তব জীবনাভিজ্ঞতার চিহ্ন যেমন প্রবাদে দৃশ্যমান, তেমনি কিছু ক্ষেত্রে এর মধ্যে পরিবর্তনের রূপটিও প্রকাশিত হয়। পারিপার্শ্বিক সমাজ আমাদের প্রতিনিয়ত বিভিন্ন অভিজ্ঞতা প্রদান করে থাকে। এই সমস্ত অভিজ্ঞতা সুপ্রাচীন কাল থেকে প্রবাদ রূপে প্রচলিত হয়ে আসছে। অসমীয়া ভাষায় ব্যবহৃত প্রবাদবাক্যগুলিও অসমীয়া ভাষা ও সমাজের চিত্র প্রকাশকারী। এভাবেই মৌখিক সাহিত্যগত উপাদান হিসেবে প্রবাদ জনমানসের মধ্যে প্রবাহিত হয়ে থাকে যা, সংযোজন ও বিয়োজনের ধারায় ঘটে থাকে। এর ফলে প্রবাদবাক্যগুলি পরিবর্তনের চিত্রটি প্রকাশিত হয়। অসমীয়া ভাষায় প্রচলিত প্রবাদে এধরনের দৃষ্টান্তের অসংখ্য উপস্থিতি রয়েছে। প্রবাদের প্রবহমানতা ও পরিবর্তনের বৃহৎ ক্ষেত্রে এখানে উল্লিখিত প্রবাদগুলি অতি সাধারণ কিছু উদাহরণ বলা যেতে পারে। এই ধরনের চর্চায় এমন অজস্র প্রবাদের দৃষ্টান্ত আমাদের সম্মুখে প্রকাশ করা সম্ভব।

তথ্যসূত্র:

১. সাহা, মঞ্জু। বাংলা প্রবাদ বিষয়বস্তু ও গঠনশৈলী। পুস্তক বিপণি, ২০২৩, পৃ. ২০২, কলকাতা।
২. বড়ুয়া, প্রফুল্লচন্দ্র। অসমীয়া প্রবচন। আসাম পাব্‌লিকেশন বোর্ড, ১৯৬২, পৃ. ৬০, গুয়াহাটি।
৩. তদেব, পৃ. ৬০।
৪. বড়ুয়া, চন্দ্রধর। রত্নকোষ, প্রথম খণ্ড। শরাইঘাট প্রকাশন, ২০১৩, পৃ. ৫১, গুয়াহাটি।
৫. বড়ুয়া, প্রফুল্লচন্দ্র। অসমীয়া প্রবচন। আসাম পাব্‌লিকেশন বোর্ড, ১৯৬২, পৃ. ২৫১, গুয়াহাটি।
৬. বড়ুয়া, চন্দ্রধর। রত্নকোষ, প্রথম খণ্ড। শরাইঘাট প্রকাশন, ২০১৩, পৃ. ১৫, গুয়াহাটি।
৭. তদেব, পৃ. ১৬।
৮. তদেব, পৃ. ১২১।
৯. তদেব, পৃ. ১২১।

১০. তদেব, পৃ. ১২১।
১১. তদেব, পৃ. ১৪।
১২. তদেব, পৃ. ১৪।
১৩. বড়ুয়া, প্রফুল্লচন্দ্র। অসমীয়া প্রবচন। আসাম পাব্‌লিকেশন বোর্ড, ১৯৬২, পৃ. ৬৪, গুয়াহাটি।
১৪. বড়ুয়া, চন্দ্রধর। রত্নকোষ, প্রথম খণ্ড। শরাইঘাট প্রকাশন, ২০১৩, পৃ. ৫৮, গুয়াহাটি।
১৫. বড়ুয়া, প্রফুল্লচন্দ্র। অসমীয়া প্রবচন। আসাম পাব্‌লিকেশন বোর্ড, ১৯৬২, পৃ. ১৩৮, গুয়াহাটি।
১৬. বড়ুয়া, চন্দ্রধর। রত্নকোষ, প্রথম খণ্ড। শরাইঘাট প্রকাশন, ২০১৩, পৃ. ১২৭, গুয়াহাটি।
১৭. তদেব, পৃ. ১৪১।
১৮. তদেব, পৃ. ১৯২।
১৯. তদেব, পৃ. ৯।
২০. তদেব, পৃ. ৯।
২১. তদেব, পৃ. ২০।
২২.তদেব, পৃ. ২০।
২৩. তদেব, পৃ. ২৬।
২৪. তদেব, পৃ. ২৬।
২৫. তদেব, পৃ. ৩১।
২৬. তদেব, পৃ. ৩১।
২৭. তদেব, পৃ. ৩৫।
২৮. তদেব, পৃ. ৩৫।
২৯. তদেব, পৃ. ৩৫।
৩০. তদেব, পৃ. ৩৫।
৩১. তদেব, পৃ. ৩৫।
৩২. তদেব, পৃ. ৩৫।
৩৩. তদেব, পৃ. ৩৫।
৩৪. তদেব, পৃ. ৩৬।
৩৫. তদেব, পৃ. ৩৬।
৩৬. তদেব, পৃ. ৪৭।
৩৭. তদেব, পৃ. ৪৭।
৩৮. তদেব, পৃ. ৮৯।
৩৯. তদেব, পৃ. ৮৯।
৪০. তদেব, পৃ. ৯৬।
৪১. তদেব, পৃ. ৯৬।
৪২. তদেব, পৃ. ১০৫।
৪৩. তদেব, পৃ. ১০৫।
৪৪. তদেব, পৃ. ১০৬।
৪৫. তদেব, পৃ. ১০৬।

৪৬. তদেব, পৃ. ১২০।
৪৭. তদেব, পৃ. ১২০।
৪৮. তদেব, পৃ. ১৩১।
৪৯. তদেব, পৃ. ১৩১।
৫০. তদেব, পৃ. ১৩১।
৫১. তদেব, পৃ. ১৭৭।
৫২. তদেব, পৃ. ১৯৩।
৫৩. তদেব, পৃ. ১৩৬।
৫৪. তদেব, পৃ. ১৩৯।
৫৫. তদেব, পৃ. ১২।
৫৬. তদেব, পৃ. ১২।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. গোস্বামী, মালিনী। চন্দকান্ত অভিধান। গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১২, গুয়াহাটি।
২. চক্রবর্তী, মহাদেব। আসামের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড। প্রগ্রেসিভ পাব্‌লিশার্স, মার্চ ২০০৭, কলকাতা।
৩. ডেকা, হেমন্ত। অসমীয়া প্রবাদ-প্রবচন আরু জতুরা ঠাঁচ। অসম পাবলিশিং কোম্পানি, ২০১৫, গুয়াহাটি।
৪. দাশ, যোগেশ। আসামের লোকসংস্কৃতি, অনুবাদ: ক্ষিতিশ রায়। ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ২০১২, নয়াদিল্লি।
৫. রাজগুরু, সর্বেশ্বর। অসমীয়া প্রবাদ। ভারত সরকার শিক্ষা ও সমাজ-কল্যাণ দপ্তর, ১৯৬২, নগাঁও।
৬. বরুয়া, বিরিঞ্চিকুমার। অসমীয়া সাহিত্যের ইতিহাস। সাহিত্য অকাদেমি, ২০২১, নয়াদিল্লি।
৭. বড়ুয়া, প্রফুল্লচন্দ্র। অসমীয়া প্রবচন। আসাম পাব্‌লিকেশন বোর্ড, ১৯৬২, গুয়াহাটি।
৮. বড়ুয়া, চন্দ্রধর। রত্নকোষ, প্রথম খণ্ড। শরাইঘাট প্রকাশন, ২০১৩, গুয়াহাটি।
৯. শর্মা, হরেন্দ্রনাথ। অসমীয়া বচন-ভঙ্গী। বাণী প্রকাশ মন্দির, ১৯৬৫, গুয়াহাটি।